মিলু চেয়ারম্যান ও ডা. অলোকসহ আসামি ১৫৩ জন

১০ লাখ টাকা চাদা আদায় ও ৪০ লাখ টাকার ফল লুটপাটের অভিযোগে মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, ইউপি চেয়ারম্যান, ছাত্রলীগ নেতা, স্বাস্থ্য কমকর্তা, কলেজের অধ্যক্ষসহ ১৫৩ জনের নামের মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার মেহেপেুরের জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ১ম (মুজিবনগর) আদালতে আসাদুল হক নামের এক ফল ব্যবসায়ী বাদি হয়ে এ মামলা দায়ের করেন। মামলা

মামলার উল্লেখযোগ্য আসামিরা হলেন মুজিবনগর উপজেলার অপসারিত চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অলোক কুমার দাস, মুজিবনগর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ওমর খৈয়াম উষা, আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাহাজ উদ্দিন, দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান মাহবুব আলম রবি, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান মফিজ, সদরের কুতুবপুর ইউপি চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হেলাল উদ্দিন, অনলাইন জুয়ার এজেন্ট নুুরুল ইসলাম লালন, মাদার মাস্টারের ছেলে অনিক, লিপু, বিজয়, মুজিবনগর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান তকলিমা খাতুন তকলি।

মামলার বাদি পক্ষে আইনজীবী নজরুল ইসলাম বলেন, মামলাটি আমলে নিয়ে মুজিবনগর থানাকে এফআইআরের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
মামলার এজাহারে বাদির অভিযোগ, আসামীরা পরস্পর চাঁদাবাজ ও তৎকালীন ক্ষমতাধর ব্যক্তি। বাদী একজন মৌসুমী ফল ব্যবসায়ী। তিনি তাহার এলাকাসহ আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় মৌসুমী ফল তথা আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা ইত্যাদি ফল ক্রয় করিয়া বিভিন্ন পাইকার ফড়িয়াদের নিকট বাগানে বাগানে বিক্রয় করিয়া থাকেন।

বিগত আওয়ামী সরকার নির্বাচনের পর আসামীরা বাদীকে বলে যে, তাহাদের সরকারের আমলে ব্যবসা করিতে হইলে বিশ লক্ষ টাকা চাঁদা দিতে হইবে। ঐ সময় বাদীর নিজের ও বিভিন্ন পার্টনারদের সহিত প্রায় এক কোটি টাকার ফলকর লওয়া ছিল। আসামীদের হুমকীতে বাদী থানায় গেলেও পুলিশ প্রভাবশালী আসামীদের চাপে বাদীর কোনরূপ অভিযোগ এমনকি জি.ডি

এন্ট্রি পর্যন্ত করেনি।

বাদী ও তাহার পরিবারের লোকজনদের আসামীদের মাধ্যমে খুন—গুম, অপহরণ ও লুটপাটের হুমকী আসিতে থাকিলে ও আসামীরা স্বয়ং অস্ত্রসহ মহড়া দিয়া চাঁদা দাবী করিলে বাদী ২০১৮ সালের ১৫ এপ্রিল ১নং আসামী আমাম হোসেন মিলুর বাড়ি গিয়ে দশ লক্ষ টাকা চাঁদা দিয়ে ২০১৮—২০২০ সাল পর্যন্ত ব্যবসা করেন। তারপর পুনরায় আসামীরা বাদীর নিকট হইতে ত্রিশ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করিলে বাদী আসামীদের বুঝান যে, সমস্ত বছরে ঐ পরিমাণ লাভ হয় না যেখান থেকে তাহাদের চাঁদা দিবে। কিন্তু আসামীরা বাদীর কোন কথায় আমলে নেয় নাই। ২০২১—২০২২ মৌসুমে আসামীরা বাদীর অনুমান ১৭টি বাগানের আম—লিচু মূল্য অনুমান চল্লিশ লক্ষ টাকার ফল লুট কেও নিয়ে যায়। বাদী বাধা দিতে গেলে বাদীকে আসামীরা গণহারে এলোপাথাড়িভাবে লাথি, কিল, ঘুসি মারিয়া গুরুতর জখম করিয়া দেয়।

অবৈধ সরকার ক্ষমতায় থাকায় বাদীকে আসামীরা বিজ্ঞ আদালত চত্বরে পর্যন্ত আসিতে দেয় নাই। পুলিশের ভূমিকাও ছিল নিরব দর্শকের। আসামীরা দলীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হওয়ায় এবং তাহাদের দল দীর্ঘদিন ক্ষমতা থাকায় ও বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হওয়ায় আসামীদের বিরুদ্ধে তিনি এ মামলা দায়ের করেন।

গাংনীতে কলেজ ছাত্রকে খুর চালিয়ে হত্যার চেষ্টা

পূর্ব শত্রুতার জের ধরে খুর মেরে কলেজ ছাত্র মোঃ আরাফাত হোসেন
(১৯) কে হত্যার চেষ্টা চালিয়েছে গাংনী উপজেলা শহরের লাভলু হোসেন ও তার ছেলে রাজুসহ কয়েকজনে।

আহত মোঃ আরাফাত হোসেন গাংনী পৌরসভার নয় নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক এনামুল হকের ছেলে ও সে মেহেরপুর সরকারি কলেজের অনার্স প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত। ঘটনাটি গত ৯ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা শহরের জেলা পরিষদ

মার্কেটে লাভলুর সেলুনের দোকানের সামনে ঘটে।

আহত আরাফাত হোসেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এঘটনায় লাভলু তার ছেলে রাজুসহ ৫/৬ জনকে আসামি করে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার সময় আরাফাত হোসেন মোটরসাইকেল লাভলু হোসেনের সেলুনের সামনে রাখায় তার ছেলে রাজু অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করেন। এর প্রতিবাদ করাই সেলুনের ভিতর থেকে লাভলু এসে খুর দিয়ে গলা বরাবর পোস দেই। এসময় গলা সরিয়ে নিলে আরাফাত হোসেনের নিচের ঠোঁট থেকে গলা পর্যন্ত কেটে যায়। তার শরীরে তিনটি স্থানে গুরুতর জখম হয়। এসময় স্থানীয়রা ছুটে এলে লাভলু হোসেন ও তার লোকজন পালিয়ে যায়।

গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ও উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ইনসারুল হক ইনসু বলেন, পূর্ব পরিকল্পনায় তুচ্ছ ঘটনায় ভাতিজা আরাফাত হোসেনকে হত্যার প্রচেষ্টা করেছে। এই ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার ও শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

কলেজ ছাত্র আরাফাতের পিতা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক এনামুল হক জানান, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে পরিকল্পিতভাবে আমার ছেলেকে হত্যার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আমি এই ঘটনার ন্যায্য বিচার চাই।

এদিকে তুচ্ছ ঘটনায় কলেজ ছাত্রকে খুর চালিয়ে হত্যা চেষ্টার অপরাধে বিক্ষুব্ধ জনতা তার সেলুনের দোকানে হামলা চালায়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম জানান, আসামিদের গ্রেফতার করতে অভিযান চালানো হচ্ছে।

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের

অভিযানে দুই ব্যবসায়ীর জরিমানা

মেহেরপুরের কোট রোড পন্ডের ঘাটে ইসমাইল ট্রেডার্স এবং হোটেল বাজারের মতিন হার্ডওয়ারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ বুধবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পন্ডের ঘাটের ইসমাইল ট্রেডার্স এবং হোটেল বাজারে মতিন হার্ডওয়ারে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আদালত পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

এসময় জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, জেলা স্যানিটারি ইনসপেক্টর তারিকুল ইসলাম ও পুলিশ লাইনের এক দল পুলিশ অংশ নেয়।

ফেবিকোল কোম্পানির নামে নকল আঠা বিক্রির অপরাধে দোকান মালিক মোঃ সোহেল রানাকে ৩০ হাজার এবং মতিন হার্ডওয়ারের স্বত্বাধিকারী আব্দুল মতিনের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, কোট রোড পন্ডের ঘাটে ইসমাইল ট্রেডার্সের বিরুদ্ধে নকল আঠা বিক্রিয়ের অভিযোগ ছিল। দোকান মালিক সোহেল রানাকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৪৫ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ৩০ হাজার এবং মতিন হার্ডওয়ারের মালিক আব্দুল মতিনকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অপকর্ম বন্ধ ও ভূয়া সমন্বয়ক চিহ্নিত করতে মাঠে নেমেছে বৈশম্যবিরোধী ছাত্র

আন্দোলনের সমন্বয়করা

সারাদেশে চাঁদাবাজি, দূর্ণীতি’ দখলদারিত্ব বন্ধসহ ভূয়া সমন্বয়ক চিহ্নিত করতে মাঠে নেমেছে বৈশম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা।

আজ মঙ্গলবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ হলরুমে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ওয়াহিদ উজ জামান।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কেরা আজ মঙ্গলবার (১০ সেপ্টেম্বর) পৃথক সময়ে মেহেরপুরে পৃথক পৃথক মতবিনিময় সভা করেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ওয়াহিদ উজ জামান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ৫ তারিখের পর সারাদেশে ভূয়া সমন্বয়ক সেজে নানা ধরনের অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে এক শ্রেণীর ছাত্র। অভিযোগ উঠেছে, দেশে আগের মতোই কিছু স্বার্থন্বেশী মানুষ নিজেদের স্বার্থগুলো হাসিলের উদ্দেশ্যে নানা অপকর্ম করে বেড়াচ্ছে। ফ্যাসিস্ট সরকার বিতাড়িত হলেও তাদের পেতাত্মারা ভর করেছে তাদের মাঝে।
এসব অপকর্ম যাতে কেউ করতে না পারে সেই লক্ষে প্রতিটি জেলায় গিয়ে শিক্ষার্থী ও নাগরিকদের সচেতন করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করেছি। কিন্তু অভ্যুত্থানপরবর্তীকালে কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমরা শিক্ষার্থীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেভাবে আন্দোলন করেছি, ঠিক তেমনিভাবেই এখনো আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থেকে রাষ্ট্র সংস্কার ও মেরামত করতে হবে।’ আগামীতে কেমন বাংলাদেশ দেখতে চান, সেই বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করা হচ্ছে মতবিনিময় সভা থেকে।
তিনি বলেন, আমাদের দেড় হাজার ভাই ও বোনের রক্তের বিনিময় যে নতুন বাংলাদেশে পেয়েছি। সেই বাংলাদেশে বিনির্মানে সাধারণ মানুষের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের ৬৪ জেলার মানুষের চিন্তাধার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। সেই ভিন্ন চিন্তাগুলো একজায়গায় করা হচ্ছে। নতুন বাংলাদেশ বিনির্মানে তাদের ভূমিকা থাকবে সবার শীর্ষে।

তিনি বলেন, স্বেরাচার বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে সারাদেশে আহত ও নিহত শিক্ষার্থীদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। চিকিৎসা থেকে শুরু

করে তাদের পরিবারের চাহিদাগুলোও জানার চেষ্টা চলছে।

তিনি বলেন, শহীদদের জন্য একটি ফান্ড তৈরির চিন্তা করছে সরকার। তাদের চিকিৎসার পাশাপাশি আহত ও নিহতদের পরিবারের স্বজনদের চাকুরি দেওয়ার মাধ্যমে তাদের পরিবারে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে।

সারাদেশে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, নিজেকে সমন্বয়ক পরিচয় দিয়ে অপকর্ম করার কোন সুযোগ নেয়। দ্রুত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হবে। দেশে প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারনে কমিটি দিতে বিলম্ব হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন,‘সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বরতীকালীন সরকারকে সময় দিতে হবে।

সমন্বয়কের দলটি সকালে মেহেরপুর সরকারী কলেজ শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন। পরে তারা সদর উপজেলা পরিষদ হলরুমে, জেলা প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহীনি, রাজনিতিবিদ, জেলার বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় করেন।

জেলা প্রশাসক শামীম হাসান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আহসান খান, জেলা জামায়াতের আমির মাও. তাজউদ্দীন খান, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, ইসলামি আন্দালনের জেলা আমীর মাওলানা আব্দুল কাদেরসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

পরে বিকেলে সাড়ে ৪ টার দিকে ডঃ শহীদ সাসুজ্জোহা পার্কে শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে মিলিত হন সমন্বয়করা। নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে তাদের ভূমিকা কি হবে, কেমন বাংলাদেশে দেখত চান তার উপর নানা ধরনের পরামর্শ নেন তারা।

এসময় সমন্বয়ক দলের সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আকরাম হোসেন রাজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আশরেফা খাতুন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু বক্কর খান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফরহানা ফারিনা, ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী মঈনুল ইসলাম, বদরুন্নেছা কলেজের শিক্ষার্থী জান্নাত, এনইউ বির শিক্ষার্থী তৌহিদ ইসলাম শুভ, ডিআই ইউ এর শিক্ষার্থী মোঃ বাবু খান, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বিশ্বজিৎ দত্ত উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর ও দর্শনা সীমান্তে ৩৮৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে মুজিবনগর ও দর্শনা সীমান্ত থেকে ৩৮৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে। এ ফেনসিডিলের উদ্ধারের ঘটনায় কোন চোরাচালানীকে আটক করতে পারেনী।

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির পরিচালক পিএসসি সাঈদ মোহাম্মদ জাহদিুর রহমান, সাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গণমাধ্যম কর্মীদের জানায়, আজ মঙ্গলবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালয়িন ৬ বিজিবির অধীনস্থ মুজবিনগর বিওপি টহল কমান্ডার হাবলিদার রফিকুল ইসলাম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মুজবিনগর সীমান্ত এলাকার মেইন পিলারের ১০৭ হতে ৫০ গজ বাংলাদশেরে অভ্যন্তর সোনাপুর মাঠে অভিযান চালায়, এ সময় বিজিবির উপস্থিত টের পেয়ে চোরাচালানীরা ২৮৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল ফেলে পালিয়ে যায়। তবে এ ঘটনায় কোন চোরাচালানীকে আটক করতে পারেনী।

অপরদিকে আজ মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে দর্শনা সীমান্তের মেইন পিলারের ৭৭/২-এস হতে ২৫০ গজ বাংলাদশেরে অভ্যন্তরে জয়নগর গ্রামের আমবাগানে মধ্যে মাদক বিরোধী বিশেষ অভযিান পরিছালনা করে। এ সময় দর্শনা বিওপি টহল কমান্ডার নায়েক জিয়াউর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে প্লষ্টিকের বস্তায় মোড়ানো ১শ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করে। এ ঘটনায় কাউকে আটক করেতে পারেনী।

মেহেরপুরে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান

মেহেরপুরের বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে, সুবাহ্ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার বাস্তবায়নে, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার সুবাহ্ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার সভাপক্ষে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মুন্সি জাহাঙ্গীর জিন্নাতের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোঃ আনিসুর রহমান।

প্রোগ্রাম অফিসার আরিফ হোসেন সঞ্চালন স্বাগত বক্তব্য রাখেন সুবাহ্ নির্বাহী পরিচালক মইনুল আলম। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহকারি অধ্যাপক মুন্সী এ.এইচ.এম রাশেদুল হকসহ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৩ জন মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রতিজন শিক্ষার্থী এই প্রকল্প থেকে ৬০০০ টাকা বৃত্তি পাবে।

“জাতীয়তাবাদী মহিলা দলকে সুসংগঠিত করা হবে”–জাভেদ মাসুদ মিল্টন

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দেশ নায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশ পরিচালনা হবে। তার দিক নিদের্শনাই জাতীয়তাবাদী

মহিলা দলকে সুসংগঠিত করা হবে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ৪৬ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির (ভার্চ্যুয়ালী) বক্তব্যে এসব কথা বলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

আজ সোমবার সকাল ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা মহিলা দলের সভাপতি ফরিদা পারভীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির মহিলা দলের সভাপতি সাইয়্যেদাতুন নেসা নয়ন।

উপজেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক ও ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য খালেদা ইয়াসমীনের সঞ্চালনয়া অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদিকা লাইলা আরজুমান বানু, গাংনী উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত গাংনী পৌরসভার মেয়র ইনসারুল হক ইন্সু।

প্রধান বক্তা জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইয়্যেদাতুন নেসা নয়ন বলেন, বিগত ১৭ বছর আমরা কোন ধরনের মিটিং,মিছিল আলোচনা সভা, করতে পারেনি। ছাত্র বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকার কে উৎখাত করে এখন আমরা প্রাণ খুলে মিছিল মিটিং করতে পারছি। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনা সভায় উপজেলা মহিলা দলের বিভিন্ন ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে সাবেক আমীরের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাটের মামলার

আসামি ২৩

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের তৎকালীন আমীর হাজি ছমির উদ্দিনের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অপরাধে জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান হাজি গোলাম রসুলকে প্রধান আসামি করে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের ২৩ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলায় অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে এক শ থেকে দেড়শ জনকে।

আজ সোমবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জামায়াতের সাবেক আমীর আলহাজ্ব ছমির উদ্দিনের ছেলে তাওফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন ২০০২ এর ৪(১)(২) উপধারা (১)/৫(১) তৎসহ দণ্ডবিধি আইনের ৪৩৬ ধারায় মামলাটি দায়ের করেন।

আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন আদালতের বিচারক শারমিন নাহার মেহেরপুর সদর থানাকে মামলাটি সরাসরি এফআইআরের নির্দেশ দেন।

মামলার আসামিরা হলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম, বড়বাজার এলাকার যুবলীগ নেতা কাজল দত্ত, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের বারিকুল ইসলাম লিজন, নীলমনি সিনেমা হলপাড়ার যুবলীগ নেতা মাহাবুব হোসেন, ১ নং ওয়ার্ডের জুয়েল হোসেন, মল্লিকপাড়া এলাকার যুবলীগ নেতা মাহফুজুর রহমান পলেন, শাহাজিপাড়ার সজল হোসেন, পন্ডেরঘাট এলাকার বায়োজিদ হোসেন, স্টেডিয়ামপাড়ার তুফান আলী, গোভীপুর গ্রামের গোলজার হোসেন, রাঁধাকান্তপুর গ্রামের জুয়েল রানা, শহরের পিয়াদাপাড়া এলাকার তৌহিদ হোসেন, চক্রপাড়ার নাসির হোসেন, গোরস্থান পাড়ার সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আনন্দ, নতুনপাড়ার রাজীব হোসেন, বামনপাড়ার দরুদ আলী মেম্বর, বন্দর গ্রামের মোমিন আলী, একই গ্রামের আলতাব হোসেন মহুরি, রাঁধাকান্তপুর গ্রামের সাজু, একই গ্রামের সামিরুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক কর্মী বোসপাড়ার নিসান সাবের ও লর্ড মার্কেট এলাকার আসলাম খান পিন্টু।

বাদী তার মামলার আরজিতে লিখেছে, আসামীরা ঘটনার তারিখ ও সময়ে পরিকল্পিতভাবে দেশীয় অস্ত্র বাঁশের লাঠি, কাঠের বাটাম, জিআই পাইপ, দা, শাবল, ধারালো হাঁসুয়া, ছিপদা, রামদা, পেট্রোল বোমা ও পেট্রোল সহ সহ নানা প্রকার দেশীয় অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে

বে-আইনী জনতাবন্ধে আবদ্ধ হয়ে ওই তারিখে তথাকথিত আর্ন্তজাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল নামক কোর্টের মাধ্যমে আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাচ্ছিরে কোরআন মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বিরুদ্ধে ফাঁসির রায় ঘোষনার পরপরই ১ ও ২ নং আসামীর নেতৃত্বে আনন্দ মিছিল ও বুনো উল্লাস সহকারে “একটা দুইটা জামাত ধর সকাল বিকাল নাস্তা কর”, “জামায়াতের আস্তানা এই বাংলায় রাখবোনা”সহ নানা প্রকার ভয়ংকর শ্লোগান দিয়ে আমাদের বাড়ির সামনে আসে। আসামীরা তাদের হাতে থাকা শাবল দিয়ে বাড়ীর নিচ তলার বড় ভাই তারিক মোঃ সাইফুল ইসলামের মালিকানাধীন “মেসার্স তাওহীদ অটো” নামক মোটর সাইকেল পার্টস ও খুচরা যন্ত্রাংশের দোকানের সামনে সার্টার ও তালা ভাংচুর করে। আসামীরা ছাড়াও অজ্ঞাত আসামীগণ দোকানের ভিতরে প্রবেশ করে সমস্ত মালামাল লুটপাট করে। তারা ক্যাশ বাকস থেকে ৮৫ হাজার টাকা চুরি করে নেই। একপর্যায়ে পেট্রোল ঢেলে গ্যাস লাইট দিয়ে দোকানে আগুন লাগিয়ে দেই।

তারা পবিত্র কোরআন শরীফেও আগুন ধরিয়ে দেয়। (যা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির চেষ্টা করে)। দোকানে থাকা টায়ার ও টিউব ব্যাটারীতে আগুন লাগায় আগুনের ভয়াবহ লেলিহান শিখায় দোকানের কাঠের র্যাক, শো-কেস সহ সমস্ত জিনিস পত্রাদি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুনের কারনে বিল্ডিংয়ের ছাদের ঢালাই পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়, এবং ছাদের রড পর্যন্ত গলে বাঁকা হয়ে যায়। লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় প্রায় ৩৩ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন বাদী।

বাদী আরো উল্লেখ করেন, নিচের আগুনের লেলিহান শিখা ভবনটির দ্বিতীয় তলায় পৌছে গেলে সেখানে অবস্থানরত আমার মা, শতবর্ষী দাদী, দুই বছরের শিশু ভাতিজী, আমার স্ত্রী ও বোনসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা ভীত হয়ে প্রাণ বাঁচাতে আকুতি করতে থাকে। আসামীরা আমাদের পরিবার বর্গকে হত্যার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় তলায় প্রবেশ পথের লোহর কেচি গেট রামদা ও দেশীয় অস্ত্র দ্বারা কোপাতে থাকে। এঘটনায় দ্বিতীয় তলায় অবস্থানরত নারী, শিশু পরিবারের সদস্যবৃন্দ মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পরবর্তীতে আসামীগণ ভয়ভীতিমূলক বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে বাড়ির সামনে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে চলে যায়।

মামলার বাদি তাওফিকুল ইসলাম বলেন, আমার প্রাণ নাশের হুমকি থাকায় এতোদিন মামলা দায়ের করতে পারিনি। মামলাটি আদালত খুশি হয়ে সরাসরি নথিভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আশা করি আমরা আদালতে ন্যায় বিচার

পাবো।
মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবী মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, আমরা এর আগেও এই মামলাটি দায়ের করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু পরিবেশ আনুকুলে না থাকায় মামলাটি দায়ের করা সম্ভব হয়নি। এখন পরিবেশ সৃস্টি হওয়ায় এই আলোচিত মামলাটি করা হয়েছে। আদালত সন্তুষ্ট হয়ে মামলাটি সরাসরি এফআইআরের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা আশা করছি আদালতে আমরা ন্যায় বিচার পাবো।

এদিকে তৎকালীন জেলা জামায়াতের আমীর আলহাজ্ব ছমির উদ্দিন বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকারের সন্ত্রাসী বাহিনী আমার সন্তানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। আমার বাড়ি ঘরে আগুন জালিয়ে দিয়েছে। এখন সময় এসেছে তাদের বিচারের মুখোমুখি করার।

মুজিবনগরে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান

মুজিবনগরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মুজিবনগর উপজেলা শাখা এর উদ্যোগে ডেঙ্গু মশার বিস্তার রোধ,দুর দুরান্ত থেকে চিকিৎসা সেবা নিতে আসা মানুষদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি এবং স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কে ময়লা আবর্জনা এবং রোগ জীবাণু মুক্ত করতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করেছ উপজেলা জামায়তের নেতাকর্মীরা।

নতুন সময়ে জনগণের পাশে থেকে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন সহ দেশ গঠনে নানা ভূমিকা পালন করে আসছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী তারই অংশ হিসাবে সোমবার সকালে উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে নেতাকর্মীরা হাসপাতালে আশেপাশে নোংরা আবর্জনা ড্রেন এবং ঝড় জঙ্গল পরিষ্কার করে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতের আমীর মাও.খানজাহান আলী, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা

কর্মকর্তা ডা: আসাদুজ্জামান, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি খাইরুল বাসার,উপজেলা তারবিয়াত সেক্রেটারি মাওঃ ফিরাতুল ইসলাম নাঈম, উপজেলা শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের সভাপতি ফজলুল হক গাজি, শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের উপজেলা সেক্রেটারি মাও. আনোয়ার হোসেন, উপজেলা জামায়াতের বায়তুলমাল সেক্রেটারি আমির হোসেন, উপজেলা আদর্শ শিক্ষক পরিষদের সেক্রেটারি মোশাররফ হোসেনসহ ইউনিয়ন আমির, সেক্রেটারি সহ নেতা কর্মীরা।

মেহেরপুরে ব্যথিত সাংস্কৃতিক কর্মী ও শিল্পীদের প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে অর্থ প্রদান

মেহেরপুরে ব্যথিত সাংস্কৃতিক কর্মী ও শিল্পীদের উদ্যোগে প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

আজ সোমবার (৯ সেপ্টেম্বর) মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল, হিসাব নং ০১০৭৩৩৩০০৪০৯৩ তে মেহেরপুর সোনালী ব্যাংক শাখা হতে ৬০,২১২/-(ষাট হাজার দুইশত বারো টাকা) জমা প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরের সাংস্কৃতিক কর্মীদের পক্ষে বলা হয়েছে আমরা কয়েকজন ব্যথিত সাংস্কৃতিক কর্মী ও শিল্পীর এই ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে ‘পথ কনসার্ট’ কর্মসূচি আয়োজন করি। এই কর্মসূচি থেকে আমরা পাঁচটি স্থানে আমাদের সংগ্রহিত অর্থ যা মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ ও কোমরপুর বাজারে ১৯,১০০+৬,৫১০, মেহেরপুরের আমঝুপি বাজার এবং শহরে ৭০০৫+১১,০৪০ ও গাংনী বাজার ১৬,৫৫৭= সর্বমোট ৬০,২১২ টাকা উত্তোলন করি। যা আজেকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল, হিসাব নং ০১০৭৩৩৩০০৪০৯৩ তে মেহেরপুর সোনালী ব্যাংক শাখা হতে উত্তোলনকৃত টাকা জমা প্রদান করেছি।

এ পথ কনসার্ট কর্মসূচিতে সার্বিক ভাবে কাজ করেন অরণি থিয়েটারের সভাপতি ও অরণি চিলড্রেন্স থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা নিশান সাবের, চ্যানেল আই ক্ষুদে গানরাজ প্রতিযোগিতার শিল্পী উদয়, শিল্পী ও কী-বোর্ড বাদক ওস্তাদ নান্টু সরকার, সাউন্ড সার্ভিস সহায়তা/ সাউন্ড ভিশন ফিরোজ, অক্টোপ্যাড বাদক আশিক, সংগীত শিল্পী পাপিয়া, জেসমিন, নাজেরা, আরিফ, লাইলী, কানন ও সুলতানা টনি।